প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ঢাকা ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩

ডব্লিউটিও'র বালি সম্মেলনে আমলাদের নেতৃত্ব অর্জন হয়েছে সামান্যই

# বহুপাক্ষিক বিশ্ব বাণিজ্যে অর্জনের জন্য দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প নেই

ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর ২০১৩: আজ জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত "উচ্চাশা ও প্রতারণার বাণিজ্য বৈঠক: প্রস্তুত ছিল কি বাংলাদেশ?" শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে আয়োজক ১২টি অধিকারভিত্তিক সংগঠন ইন্দোনেশিয়ার বালিতে সদ্য সমাপ্ত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার ৯ম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, এবারের ডব্লিউটিও সম্মেলনে রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকা উচিত ছিল, কারণ সেখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যে প্রতিনিধি দল গিয়েছে, আমলারা তার নেতৃত্বে থাকায় আমাদের খুব সামান্যই অর্জন সম্ভব হয়েছে। এখন বালি পরবর্তী অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রেও আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিকল্প নেই

আজ সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই সংবাদ সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করে ইক্যুইটিবিডি'র রেজাউল করিম চৌধুরী এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ ইক্যুইটিবিডি'র করেন বরকত উল্লাহ মারুফ। সংবাদ সম্মেলনে সূচনা বক্তব্য রাখেন ইক্যুইটিবিডি'র মোস্তফা কামাল আকন্দ। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখে বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের বদরুল আলম এবং জায়েদ ইকবাল খান এবং সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশনের জীবনানন্দ জয়ন্ত।

জোটের পক্ষ থেকে পাঠ করা লিখিত বক্তব্যের সময় বরকত উল্লাহ মারুফ বলেন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কৃষি চুক্তির মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ভারত যে প্রস্তাবনা তুলে ধরে সেখানে বাংলাদেশের সমর্থন ব্যক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ তা করেনি। যা অন্যান্য স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের সমালোচনার মুখে পড়েছে।

তিনি আরো বলেন, স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এলডিসি প্যাকেজ অর্জিত হয়েছে বলে একটা ভুল ধারণা রয়েছে এবং কোনও ধরনের আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকায় এই এলডিসি প্যাকেজ মূলত একটি ফাঁকা বুলি ছাড়া কিছুই নয়। তাছাড়া বিষয়টি আগামী ১২ মাস ডব্লিউটিও'র ট্রেড নেগোসিয়েশন কমিটির বিবেচনাধীন থাকবে। বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে এই বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সাথে কাজ করতে হবে। লিখিত বক্তব্যে আরো বলা হয়, ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের নামে বাংলাদেশকে নিজের টাকায় আমদানী ও কাস্টমস বিষয়ক নানা অবকাঠামো আধুনিকায়নের কাজ করতে হবে যার ফল ভোগ করতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অগ্রাধিকার রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক সেবাখাতে বিনিয়োগ করার যা দারিদ্র বিমোচনের সহায়ক।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা আরো বলেন, এলডিসি প্যাকেজ মূলত একটি দুর্বল বাণিজ্য সমঝোতা, কারণ এখানে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ মোড ফোর অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী অদক্ষ শ্রমিকের অবাধ চলাচলের অধিকারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এসব বিষয়ে ধনী দেশগুলোর সাথে অকুস্থলে দর কষাকষি করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম মন্ত্রী পর্যায়ের কারো উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ, তাহলে এবার ডব্লিউটিও'র বালি সম্মেলনে যেসব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল আমরা তার সদ্ব্যবহার করতে পারতাম।

সংবাদ সম্মেলনের সঞ্চালক রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, ভবিষ্যতে বাণিজ্যে বহুপাক্ষিক আলোচনা আরো প্রাধান্য ও গুরুত্ব পাবে। কাজেই আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উচিত হবে এই বিষয়ে আরো জানাশোনা বাড়ানো এবং ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাণিজ্য সমঝোতায় আমরা গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হবো। তিনি আরো বলেন, বালি সম্মেলনই শেষ নয়, আমাদের সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়ায় (পাবলিক প্রকিউরমেন্ট) বিদেশী কোম্পানির অংশগ্রহণ কিংবা সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ ইত্যাদির মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ বালি-উত্তর বিষয় রয়েছে যা নিয়ে আমাদের এখনই কাজ শুরু করতে হবে।

রেজাউল করিম চৌধুরী তার বক্তব্যে আরো বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কিছু বিষয়ে নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে পারত, যেমন, জলবায়ু সহায়ক শক্তি উৎপাদন (ক্লিন এনার্জি) তে ভর্তুকি প্রদানের ইস্যু, কিংবা জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকি প্রদান যা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের উৎস কার্বন নিঃস্বরণের জন্য দায়ী।

বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশনের বদরুল আলম বলেন, ডব্লিউটিও'র উচিত কৃষি চুক্তি থেকে সরে দাঁড়ানো, কারণ কৃষি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তার সাথে সম্পৃক্ত।

সুরক্ষা ও অগ্রগতি ফাউন্ডেশনের জীবনানন্দ জয়ন্ত বলেন, রাজনৈতিক নেতাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে। এবং ভবিষ্যতে আমরা কীভাবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সমঝোতা মোকাবেল করব তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে।

বার্তা প্রেরক,
রেজাউল করিম চৌধুরী, মোবাইল +৮৮০১৭১১৫২৯৭৯২
মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: +৮৮০১৭১১৪৫৫৫৯১, বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: www.equitybd.org